কুরআন-সুন্নাহর আলোকে

শবে মেরাজ, শবে বরাত, শবে কদর আশুরা ও ঈদে মিলাদুন্নবী

الكلام في الأمور الأربعة وعيد مولود النّبيّ ﷺ

সংকলন

মুফতি নুর উদ্দিন নুরী

সম্পাদনা

আল্লামা মুফতি জাফর আহমদ দা.বা.

মুহতামিম ও শায়খুল হাদিস, মাদরাসা বাইতুল উলুম, গেণ্ডারিয়া, ঢালকানগর, ঢাকা।

ইত্তিহাদ

পা ব লি কে শ ন

উৎসর্গ

মরহুম মামা মাওলানা আবদুর রব রহ.

তার হৃদয়ের একান্ত বাসনা ছিল, আমি যেন মাদরাসায় পড়ি।

হয়তো তার চোখের পানি ও হৃদয়ের বাসনা আমাকে এতদূর নিয়ে এসেছে;

কিন্তু তিনি আর নেই। অল্প বয়সেই চলে গেলেন মাওলার দরবারে।

তার মাগফিরাত কামনায়...

বই সম্পর্কে দুটি কথা

الحمد لله ربّ العٰلمين والصلوٰة والسلام علىٰ الذي أرسله إلىٰ كافة الناس بخير الهدىٰ والصراط المستقيم وأعطاه النعم العظيم من المعراج والبراءة والقدر وأعطاه الصيام الذي يغفر به الخطايا برحمه الكريم ثم رفعه إليه بموت اليقين وعلىٰ اٰله الطيبين الطاهرين المتطهّرين وأصحابه الذين كانوا هادياً ومهدياً وميزان الدين وعلىٰ الذين يختاروا بطريقيتهم اختيارا ويشدوا عليها بالنواجذ

আমাদের সমাজে শবে মেরাজ, শবে বরাত, শবে কদর, আশুরা এবং ঈদে মিলাদুন্নবী নিয়ে অনেকেরই মৌলিক ধারণা নেই; বরং ভ্রান্ত ধারণা যেমন আছে, তেমনই আছে এসবকে কেন্দ্র করে অশুদ্ধ আমলের প্রচলন।

অথচ মুসলিম হিসেবে মৌলিক ধারণাটুকু থাকা উচিত। জানা উচিত, শবে মেরাজ, শবে বরাত, শবে কদর ও আশুরার মূল উদ্দেশ্য কী? উদ্দেশ্য জেনে শরিয়ত-সমর্থিত পন্থায় আমল করা উচিত। এই দিবসগুলো কেন্দ্র করে আমাদের সমাজে রয়েছে বিভ্রান্তি ও বিভ্রাটের ছড়াছড়ি। ঈদে মিলাদুন্নবী নিয়ে রয়েছে বিদআতি ও ভণ্ড পীরদের বাড়াবাড়ি। এই বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে চেয়েছি এই বইয়ে। সংশ্লিষ্ট বিষয়কে বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে তিনভাবে উল্লেখ করেছি-

প্রথমত, প্রত্যেকটি বিষয়ের জন্য স্বতন্ত্র অধ্যায় বিন্যাস করেছি। ফলে পাঁচটি বিষয়ের জন্য স্বতন্ত্র পাঁচটি অধ্যায় হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, অধ্যায়ভিত্তিক প্রতিটি বিষয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, কুরআন-হাদিসের আলোকে গুরুত্ব, ফজিলত, আমল ও প্রচলনের বিবরণ তুলে ধরেছি।

তৃতীয়ত, এ বরকতময় সময়গুলোতে সঠিক আমল কীভাবে হওয়া উচিত এবং সমাজে কী কী ভুল আমলের প্রচলন রয়েছে– প্রমাণসহ সেগুলোর তাত্ত্বিক আলোচনা করার চেষ্টা করেছি।

এ গ্রন্থের বিশেষ একটি আলোচনা হলো– হজরত হুসাইন রা.-এর শাহাদত প্রসঙ্গ। এ সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষের বাস্তব ধারণা নেই। শুধু এটুকু জানা

আছে, ইয়াজিদ হুসাইন রা.-কে কারবালার প্রান্তরে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে।

হুসাইন রা.-এর শাহাদতের সাথে হজরত উসমান রা.-এর শাহাদতের রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক। কীভাবে? হুসাইন রা. কেন মদিনা ছেড়ে কারবালার প্রান্তরে গিয়েছিলেন? হুসাইন রা.-কে হত্যার পেছনে ইয়াজিদের ভূমিকা কী ছিল? মূলত কার কারণে হুসাইন রা. কারবালার প্রান্তরে নির্মমভাবে শাহাদতবরণ করেছেন? হুসাইন রা.-এর শাহাদতের পর ইয়াজিদের মানসিকতা কেমন ছিল? এই প্রশ্নগুলো নিয়ে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে একটি ধারাবাহিক আলোচনা করেছি। আশা করছি, এতে হুসাইন রা.-এর শাহাদত সম্পর্কিত বহু ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটবে; নতুন কিছু জ্ঞানও অর্জন হবে ইনশাআল্লাহ।

এ গ্রন্থের আরও বৈশিষ্ট্য হলো– 'ঈদে মিলাদুন্নবী' নিয়ে সারগর্ভ আলোচনা। কে সর্বপ্রথম মিলাদ আবিষ্কার করেছে? কে এর প্রচলন শুরু করেছে এবং কে যুক্তিসহ গ্রন্থরচনা করে মিলাদকে প্রতিষ্ঠিত করেছে? মিলাদ কীভাবে ঈদ হলো? এ বিষয়গুলো নিয়ে সুস্পষ্ট আলোচনা বইটির গুণগত মান বৃদ্ধি করেছে।

আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তায়ালা আমাকে বইটি শেষ করার তাওফিক দিয়েছেন। এই বইটি রচনাকালে অনেকেই আমাকে উৎসাহিত করেছেন, সাহস যুগিয়েছেন। বিশেষত, খিলগাঁও পুরাতন পাকা জামে মসজিদের ইমাম ও খতিব মুফতি আল-আমিন সাহেব সার্বক্ষণিক বইটির খোঁজখবর নিয়েছেন। বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে এগিয়ে চলার পথপ্রদর্শন করেছেন এবং প্রকাশনার ব্যাপারে সহযোগিতা করেছেন। এ ছাড়া শ্রদ্ধেয় মেঝভ্রাতা মাইনুদ্দিন ভাইয়ের অনুপ্রেরণা ও প্রকাশনায় আন্তরিক সহযোগিতার দরুন তার নিকট কৃতজ্ঞ ও ঋণী হয়ে আছি। মাকতাবাতুল ইত্তিহাদের স্বত্বাধিকারী, মাওলানা ইসহাক সাহেব আমাকে যথেষ্ট সহায়তা করেছেন। তার আন্তরিকতাও ভুলবার মতো নয়। আমার প্রিয় ছাত্রদের ভূমিকাও এক্ষেত্রে বিশেষ প্রশংসার দাবিদার। আল্লাহ তাদের জাযায়ে খায়ের দান করুন।

বইটির আদ্যোপান্ত সম্পাদনা করে ঢালকানগরের পীর সাহেব আল্লামা শায়খ মুফতি জাফর আহমদ দা.বা. আমার মতো একজন নগণ্য ও ক্ষুদ্র লেখককে অনুপ্রাণীত করেছেন। হযরতের মতো মহান ব্যক্তিত্বের মূল্যবান সময় ব্যয় হয়েছে আমার মতো গুনাহগারের পাণ্ডুলিপিতে, এজন্য আমি হযরতের নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

বইটির প্রুফ দেখে দিয়েছেন বন্ধুবর মুফতি ওমায়ের কাসেমি, আল্লাহ তায়ালা তাকে জাযায়ে খায়ের দান করুন।

মানুষ ভুলের ঊর্ধ্বে নয়; বর্ণনা-উপস্থাপনা, প্রমাণ-সূত্র কিংবা মুদ্রণজনিত কোনো ভুল দৃষ্টিগোচর হলে অবগত করার অনুরোধ রইলো। ইনশাআল্লাহ, আমরা সংশোধনে সচেষ্ট থাকব।

বিনয়াবনত
নুর উদ্দিন নুরী
১৭-১২-২০১৬ ইং

হাকিম আখতার সাহেব রহ.-এর শীর্ষস্থানীয় খলিফা, ঢাকা গেণ্ডারিয়া বাইতুল ঊলুম মাদরাসার মুহতামিম ও শাইখুল হাদিস, খানকাহ এমদাদিয়া আশরাফিয়ার নাজেম **আল্লামা শায়খ মুফতী জাফর আহমদ দা.বা. পীর সাহেব ঢালকানগর**-এর

বাণী

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, 'আমি মানব ও জিনজাতিকে সৃষ্টি করেছি শুধু আমার ইবাদত-বন্দেগী করার জন্য।'[১]

অবশ্য এ ইবাদত হতে হবে শুধু মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশিত পথ ও পন্থায়।

আম্মাজান হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'যে দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু তৈরি করবে যা ইসলামের অন্তর্ভুক্ত নয়, তবে তা প্রত্যাখ্যাত বলে গণ্য হবে।[২]

এই উম্মতে মুহাম্মদীকে আল্লাহ তায়ালা পূর্বের সকল উম্মতের তুলনায় স্বল্প আয়ু দান করেছেন। পূর্বের উম্মতগণ দীর্ঘ আয়ু পেতেন। ফলে তারা অনেক সওয়াব অর্জন করার সুযোগ পেতেন। এই উম্মতও যেন তাদের ছোট জীবনে অনেক সওয়াব অর্জন করতে পারে, সেজন্য আল্লাহ তায়ালা এই উম্মতকে কয়েকটি বিশেষ দিবস ও রজনি দান করেছেন। যে বিশেষ দিবস বা রজনির ইবাদতের মাধ্যমে এই উম্মত হাজার মাসের ইবাদতের চেয়েও অনেক বেশি সওয়াব অর্জন করতে পারবে। তবে শর্ত হলো, সঠিক নিয়মে, কুরআন-হাদিসে বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী আমল করা।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটিতে লেখক বিশেষ কয়েকটি দিবস ও রজনির তাৎপর্য এবং তাতে আমলের সঠিক পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। এর সাথে উক্ত দিবস ও রজনিগুলো নিয়ে সমাজে প্রচলিত অনিয়ম ও বাড়াবাড়ি সংক্রান্ত আলোকপাত করেছেন। বিশেষত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মদিবসকে কেন্দ্র করে ঈদে মিলাদুন্নবীর নামে যে রসম-রেওয়াজ পালিত হয়, তার অসারতা প্রমাণ করারও প্রয়াস চালিয়েছেন।

---

[১] সুরা জারিয়াত, আয়াত : ৫৬।

[২] সহিহ বুখারি, হাদিস : ২৬৯৭।

আমি আশাবাদী, এই কিতাবটি গুরুত্বের সাথে পড়লে উক্ত বিশেষ দিবস ও রজনিগুলোতে সঠিকভাবে আমল করার পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত হওয়া যাবে। দোয়া করি, আল্লাহ এই কিতাবটি লেখক-পাঠকসহ সকল উম্মতে মুসলিমার জন্য নাজাতের ওসিলা হিসেবে কবুল করেন। আমিন।

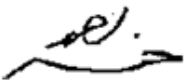

–জাফর আহমাদ
মুহতামিম, মাদরাসা বাইতুল উলুম
নাজেম, খানকাহ এমদাদিয়া আশরাফিয়া
ঢালকানগর, গেণ্ডারিয়া, ঢাকা।

শায়খুল ইসলাম আল্লামা শাহ আহমদ শফী রহ.-এর বিশিষ্ট খলিফা,
শায়খুল হাদিস মুফতি মুহাম্মাদুল্লাহ মুঈনী দা.বা.-এর

অভিমত ও দোয়া

যুগে যুগে শিরক-বিদআত ও রুসুমাতের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে ইসলাম। হক্কানি ওলামায়ে কেরাম নিজেদের বক্তব্য ও রচনা দ্বারা এর প্রতিরোধ করেছেন। বর্তমান বিশ্বে পূর্বের তুলনায় শিরক-বিদআত ও কুসংস্কার ব্যাপকহারে বিস্তৃতি পেয়েছে। মাশাআল্লাহ! আল্লাহ তায়ালার রহমতে বর্তমান যুগেও হক্কানি ওলামাগণ বক্তব্য ও রচনা দ্বারা এর প্রতিরোধ করে যাচ্ছেন। ফলে মানুষ শিরক-বিদআত ও কুসংস্কার থেকে বেঁচে সঠিক ইসলামের ওপর আমল করতে সক্ষম হচ্ছে।

আমাদের দেশে বর্তমানে শবে বরাত, শবে কদর, শবে মিরাজ, আশুরা ও ঈদে মিলাদুন্নাবী নিয়ে অত্যাধিক সীমালঙ্ঘন হচ্ছে। বিদআতিরা এ নিয়ে বাড়াবাড়ি করছে, আর আহলে হাদিস নামের নব্য ফেরকা করছে ছাড়াছাড়ি। ইসলাম তো উভয়ের মাঝামাঝি امّتا وسطا– অর্থাৎ 'মধ্যমপন্থী জাতি' বলে কুরআনে ঘোষণা করেছে। কিন্তু বিদআতিরা অতিরঞ্জন আর আহলে হাদিসরা কাটছাঁট করে ধর্মকে নিচে নামিয়ে দিয়েছে। এই উভয় দলের ভ্রান্তির মোকাবেলায় বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটিতে আমার স্নেহের মুফতি নুরউদ্দিন নুরী দলিল প্রমাণের ভিত্তিতে সারগর্ভ আলোচনা করেছেন। বইটির পাণ্ডুলিপি আমি দেখেছি। আশাকরি, এই বইটির মাধ্যমে আমাদের সমাজের প্রচলিত ভুল বোঝাবুঝি নিরসন হবে। আমি লেখক, পাঠক ও সহযোগীদের সার্বিক মঙ্গল কামনা করি। আল্লাহ সবার খেদমতকে কবুল করুন এবং পরকালে নাজাতের ওসিলা বানিয়ে দিন।

মুফতি মুহাম্মাদুল্লাহ মুঈনী দা.বা.
মুহতামিম, জামিয়া মাদানিয়া, খিলগাঁও, ঢাকা।

দৌলতখান আল-মাদরাসাতুল আজিজিয়া ইসলামিয়া চরশুভী মাদরাসার সম্মানিত প্রিন্সিপাল, **মাওলানা ফজলে এলাহী দা.বা.-এর**

অভিমত ও দোয়া

نحمده ونصلي على رسوله الكريم امّا بعد

মাশাআল্লাহ, আমার স্নেহের ছাত্র মুফতি নুর উদ্দিন হাফিজাহুল্লাহ কতৃক সংকলিত গ্রন্থটি খুব সুন্দর অনুমেয় হয়েছে। আশা করি, মুসলিম উম্মাহ এর মাধ্যমে উপকৃত হবে। আল্লাহ তায়ালা সংকলককে উত্তম জাযা দান করুন।

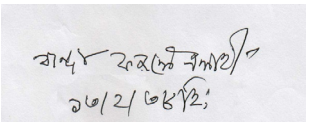

মাওলানা ফজলে ইলাহী[৩]
মুহতামিম, আল-মাদরাসাতুল আজিজিয়া ইসলামিয়া,
দৌলতখান, ভোলা।

---

[৩] মাওলানা ফজলে ইলাহী গৌরবজ্জ্বল এক ব্যক্তিত্বের নাম। একদিন কথা প্রসঙ্গে হাটহাজারী আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাজেমে তালিমাত আল্লামা হারুন রহ.-এর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে একটি আলোচনায় হযরত বললেন– 'আমি তখন হাটহাজারী মাদরাসায় মিশকাত পড়ি। এক রাতে আমি স্বপ্নে দেখি, রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হারুন সাহেবের দিকে আঙুল দিয়ে ইশারা করে বললেন–

هذا رجلٌ صالحٌ

স্বপ্নের মাধ্যমে তো হারুন সাহেবের ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে ঠিকই; কিন্তু স্বপ্ন শুনে আমি বলেছি–

وأيضاً من رأى هذه الرؤية فهو صالحٌ

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় : শবে মেরাজ

শবে মেরাজ কী? ১৭
রজবের ২৭ তারিখ কি শবে মেরাজ? ১৭
বিষণ্ন নবী সান্ত্বনা পেলেন আরশে মুআল্লায় ১৮
আল-কুরআনে মেরাজ ১৯
হাদিসে মেরাজের বর্ণনা ২০
ইতিহাসগ্রন্থে মেরাজের ঘটনা ২১
আল আকসার পথে ২২
অচেনা বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ২৩
তামার মতো হাতের নখ যাদের ২৪
পাথর ভক্ষণকারী সাঁতারু ২৪
বিচূর্ণ মস্তকধারী ২৪
ঘাস, কাঁটা ও পাথর ভক্ষণকারী ২৪
পঁচা গোশত ভক্ষণকারী ২৫
জিহ্বা কর্তন হলো যাদের ২৫
আল আকসায় মধ্যবিরতি ও রাসুলের ইমামতি ২৫
খ্রিষ্টান পাদরির স্বীকারোক্তি ২৬
রাসুলকে আপ্যায়ন ২৮
আল-আকসা থেকে ঊর্ধ্বাকাশে ২৮
নবীদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ ২৯
সিদরাতুল মুনতাহা : বৈচিত্র্যের সমাহার ৩০
মূল আকৃতিতে জিবরিল আ.-কে রাসুলের অবলোকন ৩১
জান্নাত-জাহান্নাম পরিদর্শন ৩২
জান্নাত কোথায়? ৩২
সরিফুল আকলাম : শেষ মানজিলে ৩৩
মেরাজের শেষ পর্ব : প্রভুর একান্ত সান্নিধ্যে ৩৪
তাশাহুদের উদ্ভাবন কীভাবে হলো? ৩৫
প্রভুর তরফ থেকে বিবিধ সুসংবাদ ৩৬
উম্মত মুহাম্মাদের; চিন্তায় অস্থির মুসা! ৩৭

ভুবনে প্রত্যাবর্তন ৩৯
কাফেররা হতবাক ৩৯
বাইতুল মুকাদ্দাসের বিবরণ উপস্থাপন ৩৯
আবু বকরের মাকামে 'সিদকিয়ত' অর্জন ৪০
মেরাজে কতদিন সময় লেগেছিল? ৪০
শবে মেরাজের নামাজ ও রোজা ৪১
শবে মেরাজ পালনের নিয়ম ৪২
রজব মাসের বিশেষ দোয়া ৪২
রজবের বিদআত প্রতিরোধে হজরত ওমরের পদক্ষেপ ৪২

দ্বিতীয় অধ্যায় : শবে বরাত

লাইলাতুল বরাত কী? ৪৩
লাইলাতুর বরাত শব্দের অর্থ ৪৪
শবে বরাতের বৈশিষ্ট্য ৪৫
শবে বরাতের ফজিলত ৪৫
শবে বরাত পালনের নিয়ম ৪৭
শবে বরাত ও পরের দিনের আমল ৪৮
শবে বরাতে জিবরিল আ.-এর আগমন ৪৯
শবে বরাতে ফেরেশতাদের ঈদ! ৫০
শবে বরাতের বিশেষ দোয়া ৫০
জীবনবিধান রচিত হয় এ রাতে ৫০
জন্ম-মৃত্যুর সিদ্ধান্ত এবং বাৎসরিক বাজেট অনুমোদন ৫১
এ রাতে যাদের ক্ষমা করা হয় না ৫২
শবে বরাত : বিদআত ও কুসংস্কারের অনুপ্রবেশ ৫২
আতশবাজি, তারাবাতি, মরিচবাতি, পটকা ফোটানো ৫৪
মসজিদে আলোকসজ্জা করা ৫৪
শবিনার আয়োজন করা ৫৫
মিলাদ-মাহফিলের আয়োজন করা ৫৫
মসজিদে মিষ্টি, জিলাপি, খিচুড়ি বা শিরনির আয়োজন করা ৫৫
ঘরে ঘরে হরেক রকমের খাবার ও পিঠার আয়োজন করা ৫৬
দলবদ্ধভাবে মসজিদে গমন ও কবর জিয়ারত করা ৫৬
মাজার ও কবরস্থানে মেলা বসানো ৫৬
শবে বরাতের নামাজ ৫৬
এ রাতে দলবদ্ধ জিকির : দুটি বিদআতের সংমিশ্রণ ৫৭

রাত ১২.০১ মিনিটে এবং শেষ রাতে সম্মিলিত মুনাজাত করা ৫৭
মসজিদে সমবেত হওয়া ৫৮
জামাতের সাথে নফল নামাজ ও সালাতুত তাসবিহ পড়া ৫৮
গোসল করা এবং জামাতের সাথে মহিলাদের নামাজ পড়া ৫৮

তৃতীয় অধ্যায় : শবে কদর

শবে কদর কী? ৫৯
'শবে কদর' শব্দের অর্থ ৫৯
শবে কদর উম্মতে মুহাম্মাদিকে কেন দান করা হয়েছে? ৬০
শবে কদর : উম্মতে মুহাম্মাদির একান্ত প্রাপ্তি ৬১
কুরআনের আলোকে শবে কদরের ফজিলত ৬১
হাদিসের আলোকে শবে কদরের ফজিলত ৬৩
২৭ রমজান কি শবে কদর? ৬৫
শবে কদর কোন রাত? ৬৬
একটি ঝগড়া ও শবে কদরের গোপনীয়তা ৬৯
শবে কদর অনির্দিষ্ট ও গোপন রাখার রহস্য কী? ৭০
শবে কদর পালনের নিয়ম ৭১
শবে কদরের লক্ষণ ৭২
শবে কদরের বিশেষ দোয়া ৭৩
শবে কদরে মসজিদে সমবেত হওয়া ৭৪

চতুর্থ অধ্যায় : আশুরা

আশুরা কী? ৭৫
আশুরার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ৭৫
আমরা কোন আশুরা পালন করি? ৭৬
শিয়ারা কোন আশুরা পালন করে? ৭৬
দুই আশুরার কোনটি পালনের কী হুকুম? ৭৬
আশুরার দিনের বরকত ৭৭
আশুরা পালনের নিয়ম ৭৭
আশুরার রোজা কয়টি? ৭৯
রমজানের পূর্বেও আশুরার রোজা আবশ্যকীয় ছিল ৮৩

আশুরা ও হজরত হুসাইন রা.-এর শাহাদত প্রসঙ্গ

পটভূমিকা ৮৪
আল্লাহর মর্জি ছিল ভিন্ন ৮৬
খেলাফতের নেতৃত্বে হজরত আলি রা. ৮৬

জঙ্গে জামাল : ঐতিহাসিক বিপর্যয় ৮৮
জঙ্গে সিফফিন : মুসলিম শিবিরে মুনাফিকদের আগ্রাসন ৮৯
ইসলামের তিন মহান সাহাবিকে হত্যার ষড়যন্ত্র; আলি রা. নিহত ৯০
হজরত হাসান রা.-এর খেলাফত : মীমাংসার পথে ৯১
হজরত মুআবিয়া রা.-এর ইন্তেকাল ও পরবর্তী ইতিহাস ৯১
কুফার পথে হুসাইন রা. ৯৩
যুদ্ধ এড়ানোর সুযোগ অকার্যকর হলো ৯৩
শিমারের দুরভিসন্ধি ৯৪
শিমার কে? ৯৫
আত্মসমর্পণ নয়তো যুদ্ধ! ৯৫
হুসাইনের শিবিরে শত্রুবাহিনীর প্রধান কমান্ডার হোর ৯৫
বেজে উঠল যুদ্ধের দামামা ৯৬
হুসাইন রা.-এর কোলে নবজাতক সৈনিক ৯৬
শাহাদতের রক্তিম সূর্য ৯৭
ইমামুশ শুহাদাসহ অন্যান্য শহীদদের মাথা কর্তন ৯৮
ইয়াজিদের অনুশোচনা ৯৯
উবায়দুল্লাহ ইবনে জিয়াদের ওপর আল্লাহর লানত ৯৯
আশুরা উপলক্ষ্যে শিয়াদের বিদআতি কর্মকাণ্ড ১০০
আশুরা ও আমাদের ভুল আমল ১০০

পঞ্চম অধ্যায় : ঈদে মিলাদুন্নবী

ঈদে মিলাদুন্নবী কী? ১০২
ঈদে মিলাদুন্নবীর শাব্দিক অর্থ ১০২
ঈদে মিলাদুন্নবী পালন করা যাবে? ১০২
সূচনা ও আবিষ্কার ১০৩
মিলাদের প্রচলনকারী এক বাদশা ১০৪
বাদশা কেন মিলাদ পছন্দ করলেন? ১০৪
গ্রন্থাকারে যুক্তিসহ মিলাদের আত্মপ্রকাশ ১০৫
মিলাদ কীভাবে ঈদ হলো? ১০৬
শরিয়তের কোনো আমল ফরজ সাব্যস্ত হয় কীভাবে? ১০৮
রাসুলের জন্মদিন হওয়া সত্ত্বেও উদ্‌যাপন করা যাবে না কেন? ১০৯
১২ই রবিউল আওয়াল উৎসব নাকি বেদনার দিন? ১১০
ঈদে মিলাদুন্নবী পালন করার নিয়ম ১১২

প্রথম অধ্যায় : শবে মেরাজ

শবে মেরাজ কী?

আরবি সপ্তম মাস 'রজব'। এ মাসের ২৭ তারিখে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবী থেকে ঊর্ধ্বাকাশে স্বশরীরে আল্লাহ তায়ালার সান্নিধ্যে গমন করেন। যে রাতে এ ঘটনা ঘটেছিল, সে রাতকে বলা হয় শবে মেরাজ।

ইসলামি শরিয়তে গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ রাতগুলোর অন্যতম হচ্ছে–শবে মেরাজ। হজরত আয়েশা রা., হজরত রাশেদ বিন সাঈদ রহ., হজরত ইবরাহিম বিন নাযায়িহ রহ.-প্রমুখদের থেকে বর্ণিত হাদিস দ্বারা ইসলামে যেসকল রাত বরকতময় ও গুরুত্বপূর্ণ প্রতীয়মান হয়, তা হলো–

১. ঈদুল ফিতরের রাত

২. জিলহজ মাসের প্রথম রাত

৩. জিলহজ মাসের নয় তারিখের রাত

৪. কুরবানি ঈদের রাত

৫. শাবান মাসের পনেরো তারিখের রাত

৬. শবে কদরের রাত

৭. শবে বরাতের রাত

৮. শবে মেরাজের রাত

৯. শুক্রবারের রাত

এ বরকতময় রাতগুলোতে দোয়া কবুল হয়। তাই এ সকল রাতে গুরুত্বসহকারে ইবাদত করা উচিত।

রজবের ২৭ তারিখ কি শবে মেরাজ?

এ কথা স্বতঃসিদ্ধ, হিজরতের পূর্বে মক্কায় থাকাকালীন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেরাজ সংগঠিত হয়েছিল। তবে তা কবে সংগঠিত হয়েছিল, এ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। এ প্রসঙ্গে তাদের

কয়েকটি মতামত নিচে উল্লেখ করা হলো–

১. হিজরতের ছয়মাস পূর্বে

২. হিজরতের আটমাস পূর্বে

৩. হিজরতের এগারোমাস পূর্বে

৪. হিজরতের একবছর পূর্বে

৫. হিজরতের একবছর দুইমাস পূর্বে

৬. হিজরতের একবছর তিনমাস পূর্বে

৭. হিজরতের একবছর পাঁচমাস পূর্বে

৮. হিজরতের একবছর ছয়মাস পূর্বে

উপরিউক্ত মতগুলো পর্যালোচনা করে আল্লামা ইদরিস কান্ধলভী রহ. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেরাজ হিজরতের পূর্বে নবুওয়তের এগারোতম বছরে সংগঠিত হয়েছিল।

হিজরতের পূর্বে রাসুলের মেরাজ হয়েছিল–তা জানা গেল। কিন্তু তা কোন মাসে? এ ব্যাপারেও ঐতিহাসিকদের মধ্যে পাঁচটি মত রয়েছে। যথা–

১. রবিউল আওয়াল মাসে

২. রবিউস সানি মাসে

৩. রজব মাসে

৪. রমজান মাসে

৫. শাওয়াল মাসে

এ মতগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ মত হচ্ছে, রজব মাসের ২৭ তারিখে মেরাজ সংগঠিত হয়েছিল।[৪]

বিষণ্ন নবী সান্ত্বনা পেলেন আরশে মুআল্লায়

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চল্লিশ বছর বয়সে নবুয়তপ্রাপ্ত হন। নবুয়তলাভের পর দীর্ঘ তেরো বছর মক্কায় ছিলেন। মক্কায় থাকাকালীন আপনজন-আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, সমবয়সী-মধ্যবয়সী, তরুণ-প্রবীণ, সর্দার-শাসকসহ বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ দ্বারা বিভিন্নভাবে নির্যাতিত হয়েছেন।

[৪] শরহে মাওয়াহিব, ১/৩০৭।

নবুওয়তের সপ্তম বছর মক্কার কাফের-কর্তৃক দীর্ঘ তিন বছর বয়কট ও অবরুদ্ধ থাকার পর পাহাড়ি উপত্যকা থেকে মুক্তি পেলেন। মুক্তি পাওয়ার তিন মাসের মাথায় জীবনসঙ্গীনী হজরত খাদিজা রা. ইন্তেকাল করেন। এর তিনদিন পর শত-সহস্র বিপদাপদের মধ্যে একান্ত আশ্রয়দাতা ও সাহায্যকারী চাচা আবু তালেবও মারা যান।

দীর্ঘ তিন বছর যাবত অবরুদ্ধ জীবনের অসহনীয় কষ্টের পর তিন মাসের মাথায় জীবনসঙ্গীনীও নেই, চাচাও নেই।

সাহাবায়ে কেরামগণ পথে-ঘাটে, হাটে-বাজারে সর্বদা কাফেরদের হাতে জুলুম নির্যাতনের শিকার হয়। তিনি তায়েফ গেলেন। তায়েফে যাওয়ার পর চরম নির্যাতনের শিকার হলেন। সে কী নির্মম নিষ্ঠুর আচরণ! রক্তাক্ত দেহ!! সবমিলিয়ে রাসুলের মন ছিল বিষণ্ন, ভারাক্রান্ত।

মক্কায় দাওয়াতের পরিবেশ ঘোলাটে। জালেমদের হাতে অমানবিকভাবে টানা তিন বছর অবরুদ্ধ, তায়েফে নির্যাতন, স্ত্রীও নেই, চাচাও নেই; কোথায় যাবেন রাসুল?

নবুয়তের এগারোতম বছর। এবার আল্লাহ তায়ালা তার প্রিয় হাবিবকে ডাকলেন। দুনিয়ার সকল বিপদাপদের সর্বোত্তম সান্ত্বনাস্বরূপ একান্ত কাছে ডেকে নিলেন। প্রদান করলেন সৃষ্টিকুলের মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদা। তিনি হলেন সকল নবী ও রাসুলের ইমাম। ভূষিত হলেন 'খাতামুল আম্বিয়া'র সুমহান উপাধিতে।

মমতামাখা, আবেগী ও মোহনীয় ভাষায় আল্লাহ তার প্রিয় বান্দাকে সম্বোধন করে বললেন, عبده - 'তার বান্দা'। অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ! তুমি তো আমার বান্দা। আমি তোমাকে আমার একান্ত বান্দা হিসেবে স্বীকৃতি দিলাম। ফলে রাসুল বান্দা হয়েও আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করার যতগুলো ধাপ রয়েছে, সকল ধাপের সর্বোচ্চ ধাপে আরোহন করলেন। 'আবদিয়াতে'র চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছলেন। দুনিয়ার সকল মসিবতের বিনিময় 'আবদিয়াতে'র সার্টিফিকেট অর্জন করলেন। এর জন্য রাসুলকে দিতে হয়েছে দীর্ঘ তেরো বছরের চরম ধৈর্যের পরীক্ষা। প্রভুর দরবারে পেশ করতে হয়েছে বহু ত্যাগ-তিতিক্ষা এবং রক্তের নাজরানা।

আল-কুরআনে মেরাজ

আল্লাহ তায়ালা সুরা বনি ইসরাইলের প্রথম আয়াতে মেরাজের প্রতি ইঙ্গিত করে ইরশাদ করেন–

سُبْحَانَ الَّذِيْ أَسْرىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِيْ بٰرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ اٰيٰتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ

অর্থ : পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রিবেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত, যার চারিদিকে আমি পর্যাপ্ত বরকত দান করেছি। যাতে আমি তাকে কুদরতের কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দিই। নিশ্চয়ই তিনি পরম শ্রবণকারী ও দর্শনশীল।

এই আয়াতের মাধ্যমে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেরাজের প্রতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা তার রাসুলকে রাতের বেলায় নিয়ে গেছেন। তবে কোথায় নিয়ে গেছেন?

এ ব্যাপারে কুরআন থেকে যতটুকু জানা যায়, তা হলো– রাসুলকে মক্কা থেকে বর্তমানের ফিলিস্তিনে অবস্থিত বায়তুল মুকাদ্দাসে নিয়ে গেছেন। যে মসজিদকে কুরআনের ভাষায় 'মাসজিদুল আকসা' বলা হয়েছে। ব্যস, এরপর কুরআন নিশ্চুপ।

এরপর রাসুল কোথায় গেলেন? কোত্থেকে গেলেন এবং কী করলেন? এ ব্যাপারে কুরআন কোনো তথ্য দেয়নি। অথচ রাসুল এ রাতে মক্কা থেকে প্রথমে ফিলিস্তিনে এসেছেন। এরপর সেখান থেকে ঊর্ধ্বাকাশে গমন করে সিদরাতুল মুনতাহা পেরিয়ে আরশে মুআল্লায় গিয়েছেন। আল্লাহর সাথে রাসুলের স্বশরীরে কথোপকথন হয়েছে। এ বর্ণনাটুকু কিন্তু কুরআনে নেই। কুরআনে আছে শুধু ফিলিস্তিন পর্যন্ত আসার কথা। আর বাকিটুকু কোথায়?

তা রয়েছে হাদিস এবং ইতিহাসগ্রন্থের পাতায় পাতায়। সুতরাং আমরা রাসুলের সফরকে দুই ভাগে ভাগ করতে পারি। একটি হলো, মক্কা থেকে ফিলিস্তিন পর্যন্ত। অপরটি হলো, ফিলিস্তিন থেকে আরশে মুআল্লা পর্যন্ত।

মক্কা থেকে ফিলিস্তিন পর্যন্ত সফরকে বলা হয় 'ইসরা' আর ফিলিস্তিন থেকে আরশে মুআল্লা পর্যন্ত সফরকে বলা হয় মেরাজ। ইসরার বর্ণনা এসেছে কুরআনে আর মেরাজের বর্ণনা এসেছে হাদিস এবং ইতিহাসগ্রন্থসমূহে।

হাদিসে মেরাজের বর্ণনা

عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَدَّثَهُمْ عَنْ لَيْلَةِ أُسْرِيَ بِهِ بَيْنَمَا أَنَا فِيْ الْحَطِيْمِ إِذْ اَتَانِيْ اٰتٍ فَشَقَّ مَا بَيْنَ هٰذِهِ إِلَى هٰذِهِ فَاُسْتُخْرِجَ قَلْبِيْ ثُمَّ أُتِيْتُ بِطَسْتٍ مِّنْ ذَهَبٍ مَمْلُوٍّ إِيْمَانًا فَغُسِلَ قَلْبِيْ ثُمَّ حُشِيَ ثُمَّ أُعِيْدَ وَفِيْ رِوَايَةٍ ثُمَّ غُسِلَ الْبَطْنُ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ مُلِئَ إِيْمَانًا وَحِكْمَةً ثُمَّ أُتِيْتُ بِدَابَّةٍ دُوْنَ الْبَغَلِ وَفَوْقَ الْحِمَارِ أَبْيَضُ يُقَالُ لَهُ